

প্রাআইনমেন্ট নং ০৩

৩ থেকে ৩৬ পর্যন্ত মৌল বিশিষ্ট পর্যায় আৱনি তৈরি করে বিভিন্ন  
রঙের মাধ্যমে,

☐ স্মার ধাতু

☐ মৃৎখর ধাতু

☐ মুদ্রা ধাতু

☐ স্থানোজেন

☐ নিষ্ক্রিয় গ্যাস

☐ অবস্থান্তর ধাতু

চিহ্নিত কর ।

**Kheya**

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୂଚନୀ (Periodic Table)

**Kheya**

ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀ

ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ

ତୃତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ

ଚତୁର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ

ପଞ୍ଚମ ଗୋଷ୍ଠୀ

ଷଷ୍ଠ ଗୋଷ୍ଠୀ

ସପ୍ତମ ଗୋଷ୍ଠୀ

ଅଷ୍ଟମ ଗୋଷ୍ଠୀ

ନବମ ଗୋଷ୍ଠୀ

ଦଶମ ଗୋଷ୍ଠୀ

ଓକ୍ଟୋଇଡ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ

ନୋବିଲ ଗୋଷ୍ଠୀ

1																	17	18
2	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
3	Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
4	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

ଆମ୍ଳ ସୂଚକ - Li, Na, K  
(Alkali Metals)

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ - Be, Mg, Ca  
(Alkali Earth Metals)

ଅସକ୍ରିୟ ଗୋଷ୍ଠୀ - Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zn

ସୁକ୍ଷ୍ମ ଗୋଷ୍ଠୀ - Cu  
(Coin Metals)

ହାଲୋଜେନ - F, Cl, Br  
(Halogen)

ନିକ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସ - He, Ne, Ar, Kr  
(Inert Gases)

পর্যায় সারণি: আধুনিক পর্যায় সারণিতে সাংখ্যিক মৌল সমূহ কে এমনভাবে সাজানো হয় যাতে অর্ধশ্রেণী মৌলসমূহকে একই কলামে (Vertical Column) একত্রিত করে আবে একটি স্তম্ভ পাওয়া যায়। এর ফলে মৌল সমূহ ১৮ টি নম্বর কলামে ৩৭ টি আনুভূমিক সারিতে বিন্যস্ত হয়। প্রদত্ত সারণিকেই পর্যায় সারণি বলে।

বিভিন্ন গ্রুপে উল্লিখিত মৌল সমূহের বিশেষ নাম:

ক্ষার ধাতু: পর্যায় সারণির ১ নং গ্রুপ এ ৭ টি মৌল আছে। এদের মাঝে হাইড্রোজেন (H) ছাড়া বাকি ৬ টি মৌলকে ক্ষার ধাতু বলে। এই ৬ টি মৌলের প্রত্যেকটি পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস ও ক্ষার তৈরি করে বলে এদেরকে ক্ষার ধাতু (Alkali Metals) বলা হয়।

ক্ষুদ্রক্ষার ধাতু: পর্যায় সারণির ২ নং গ্রুপের ৬ টি মৌলকে ক্ষুদ্রক্ষার ধাতু বলা হয়। এই ধাতু গুলো মাটিতে বিভিন্ন যৌগে শিঙায়ে পাওয়া যায়। আকার এর ক্ষার তৈরি করে। এজন্য সামগ্রিকভাবে এদেরকে ক্ষুদ্রক্ষার ধাতু (Alkaline Earth Metals) বলে।

মুদ্রা ধাতু: গ্রুপ 11 এর ৭ টি মৌল আছে। এদের মাঝে প্রথম ৩ টি কে মুদ্রা ধাতু বলে। এই ৩ টি ধাতু দিয়ে প্রাচীনকালে মুদ্রা তৈরি করা হতো। তাই এদের মুদ্রা ধাতু বলে।

হ্যালোজেন গ্রুপ: গ্রুপ 17 এর ৬ টি মৌলকে হ্যালোজেন (Halogen) বলা হয়। এ সকল হ্যালোজেন মৌলকে x দ্বারা প্রকাশ করা হয়। হ্যালোজেন মৌল গুলোর সাথে ধাতু যুক্ত হয়ে লবন তৈরি করে।



নিষ্ক্রিয় গ্যাস: পর্যায় সারণিতে 18 নং গ্রুপের মৌলকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলে। বায়ুয়নিক বন্ধন গঠন বা বায়ুয়নিক বিক্রিয়ায় এর নিষ্ক্রিয় থাকে বলে এদেরকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস (Inert Gases) বলে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো সর্বাধিক তাপমাত্রায় গ্যাস হিসাবে থাকে।

অবস্থান্তর মৌল: পর্যায় সারণিতে 3 নং গ্রুপ থেকে 12 নং গ্রুপের মৌলসমূহকে অবস্থান্তর মৌল বলে। এই মৌলগুলো যে সকল যৌগ গঠন করে তাই সকল যৌগে বিভিন্ন ~~রকম~~ হয়। অবস্থান্তর মৌলগুলো বিভিন্ন যৌগে প্রভাবক হিসাবে কাজ করে।

পর্যায় সারণি বিভিন্ন রসায়নবিদের নিরনয়ন প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা রসায়নের জগৎ এ এক অসামান্য অবদান। রসায়ন অধ্যয়ন, নতুন মৌল সন্ধানের উদ্ভিষ্ণুত্ব, গবেষণা ইত্যাদিতে পর্যায় সারণি বিরাট ভূমিকা পালন করে। গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যায় সারণির অসামান্য অবদান রয়েছে।